ভোরের কাগজ

JAN. 12 2002

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

সম্পাদকীয়

ঢাকা শনিবার, ২৯ পৌষ ১৪০৮
১২ জানুয়ারি ২০০২

ডিগ্রি পরীক্ষায়ও নকল

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার মতো এবার ডিগ্রি পরীক্ষার প্র
দিনেও দেশের বিভিন্ন স্থানে দেখা গেলো নকলের মহোৎসব। ২০
সালের ডিগ্রি (পাস ও সাবসিডিয়ারি) পরীক্ষা শুরু হয়েছে বৃহস্পতিব
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এ পরীক্ষার প্রথম দিনে বহিষ্কার হয়ে
থেকে ৫ হাজার পরীক্ষার্থী, বিভিন্ন পত্রিকার হিসাব অনুযায়ী।

নকল প্রতিরোধের লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হলেও দে
বিভিন্নস্থানে পরীক্ষা কেন্দ্রে বোমাবাজি, ভাঙচুর, শিক্ষক প্রহার, অ
নকলের সুযোগদানের জন্য রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনের চাপ ইত
ঘটনা ঘটেছে। নকল সরবরাহের অভিযোগে একজন শিক্ষক বহি
হয়েছেন। একজন কলেজ কর্মকর্তাসহ সারাদেশে গ্রেপ্তার হয়েছে
জনেরও বেশি।

উপরোক্ত ঘটনাগুলো এখন দেশের প্রায় সব পাবলিক পরী
নিয়মিত চিত্রে পরিণত হয়েছে। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা বা ডিগ্রি
পর্যায়েই একই অবস্থা। এই পরিস্থিতি যে শিক্ষাব্যবস্থায় এক চরম বি
ও অবক্ষয়ের প্রমাণ তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

> পরীক্ষা ব্যবস্থাকে বিশ্বাসযোগ্য করতে হলে প্রথমে নকল সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হবে। কর্তৃপক্ষ ও আইন প্রয়োগকারীদের এ জন্য সকল প্রকার চাপ উপেক্ষা করে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। না হলে পরীক্ষাকে একটা অর্থহীন ব্যাপারে পরিণত হওয়ার এই প্রক্রিয়া ঠেকানো যাবে না।

এবার অবশ্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের ম
গতবারের তুলনায় নকলপ্রবণতা কমেছে এবং পরীক্ষা গ্রহণের
গোলযোগের ঘটনাও কম ছিল। তাছাড়া এবার পত্রপত্রিকার রি
অনুযায়ী রাজধানী ঢাকাসহ জেলা শহরগুলোয় নকলপ্রবণতা কম ছি
কিন্তু মফস্বল এলাকার কেন্দ্রগুলোতে গণনকল প্রতিরোধ করা যায়নি।

নকল ঠেকানোর নানা উদ্যোগের কথা শোনা গেলেও বাস্তবতা হ
এই যে, স্থানীয় পর্যায়ে এসব পদক্ষেপ কার্যকর করা সম্ভব হয়
শিক্ষাক্ষেত্রে এখন দুর্নীতি ও অনিয়ম ব্যাপকভাবে ঢুকে পড়েছে। অ
এমন যে, স্থানীয় পর্যায়ে কলেজের এক শ্রেণীর শিক্ষক ও কর্মক
পাসের হার বেশি দেখিয়ে সরকারি অনুদান নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ন
উৎসাহিত করে থাকে। স্থানীয় রাজনৈতিক প্রভাবশালীরা এবং বিভিন্ন
সংগঠনের চাপেও অনেক সময় কলেজ কর্তৃপক্ষ নকলে বাধা দিতে
হয়। এরপর আছে অভিভাবকদের চাপ, যারা নিজ নিজ ছেলেমেয়ে
যেকোনো উপায়ে পরীক্ষা পাসের সনদপত্র পাইয়ে দেওয়ার জন্য অ
ও চাপ প্রয়োগ করে থাকেন। এর ফলে ছাত্ররা যে পরীক্ষায় পাস ক
জন্য নকলের আশ্রয় নেওয়ার ব্যাপারে সহজেই প্ররোচিত ও প্রলুব্ধ
এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। মূল্যবোধের এই অবক্ষয়
শিক্ষাক্ষেত্রকে গ্রাস করে ফেলেছে। পাবলিক পরীক্ষা ও
বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সংশয় দেখা দিচ্ছে। যারা নকল করে পাস ক
তারা সার্টিফিকেট পেলেও এর উপযোগিতা হবে নগণ্য। এই অবক্ষ
রোধ করতে হলে সময় প্রয়োজন। তবে পরীক্ষা ব্যবস্থাকে বিশ্বাস
করতে হলে প্রথমে নকল সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হবে। কর্তৃপক্ষ ও অ
প্রয়োগকারীদের এ জন্য সকল প্রকার চাপ উপেক্ষা করে কঠোর পদ
নিতে হবে। না হলে পরীক্ষাকে একটা অর্থহীন ব্যাপারে পরিণত হও